দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 09 JAN 1994 ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গনে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম কম প্রথম পর্বে প্রাইভেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে; ১৯৯৪ সালের মে মাসে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও উক্ত শ্রেণীর সিলেবাস প্রকাশ করেননি। সিলেবাস প্রণয়ন করতে যদি এতদিন সময় লাগে তা হলে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেতে কত মাস লাগবে কে জানে! রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আদায় করা হয়েছে ১৯৫ টাকা অথচ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা মাত্র ১০ টাকা ছিল। উল্লেখ্য, আমাদের স্নাতক পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট ও নম্বর ফর্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জমা নিয়েছেন। অথচ বিভিন্ন চাকুরী মৌখিক পরীক্ষায় এগুলো দেখাতে হয়। তা আমরা এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আহামদ কবির,
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

ভর্তি সমস্যা ঃ সমাধান দুই শিফট চালু করা

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আতঙ্কে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত। দুই সিফট পড়াশুনা চালু করে আমাদের আতঙ্কমুক্ত করুন। চলতি বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু সব ক'টি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে যে সংখ্যক ছাত্রের ভর্তির সুযোগ রয়েছে তাতে কোন প্রকারে ৫০% ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। বাকী ৫০% ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কোন সুযোগ পাবে না। আর যারা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে তাদের জীবনে নেমে আসবে অনিশ্চয়তা ও চরম হতাশা, যে কারণে সকল সচেতন অভিবাবক দারুণ টেনশনের মধ্যে আছেন।

যেখানে আসন সংখ্যা কয়েকশ' যেখানে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে কেয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী। এ ক্ষেত্রে ভর্তি হওয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকটা লটারী খেলার মতো। যারা ভর্তির সুযোগ পাবে না ওরা যাবে কোথায়? ওদের কি জোর করে শিক্ষার পরিমন্ডল থেকে বহিষ্কার করা হলো না? যে এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে সে-ই তো ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল। তবে কেন ভর্তি হতে পারবে না? প্রাপ্ত মার্ক অনুযায়ী শিক্ষালয়গুলোতে ভর্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু ভর্তি হতে পারবে না এটা তো হতে পারে না। ১২ বছর নিয়মিত পড়াশোনা করে যে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো তাদের ভর্তি পরীক্ষা ও ভাইভা পরীক্ষা নিয়ে অযোগ্য বিবেচনা করার কোন যুক্তি আছে কি? আপাতত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুই শিফট পড়াশোনার ব্যবস্থা করে ভর্তিচ্ছুক সকল ছেলেমেয়ের ভর্তির সুযোগ করে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিবাবকদের টেনশনমুক্ত করা হবে বলে আশা করি। এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ কামনা করছি।

—সৈয়দ মোহাম্মদ আলী,
মির্তিঙ্গা চা বাগান,
পোঃ মুনসি বাজার,
জেলা- মৌলভীবাজার।